খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ

প্রজ্ঞাপন

নং-২৫৮/স্থা:স:প:,তারিখ: ১৫-১০-৮৯ইং

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৬৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ- পরিষদের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই প্রবিধান খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (পরিষদ সভা, কমিটি-ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানে-

(ক) "পরিষদ" অর্থ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;
(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;
(গ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য।

৩। পরিষদের সভাঃ

(১) পরিষদের সভা প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।
(২) পরিষদের চেয়ারম্যান পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন
(৩) পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত নোটিশের ভিত্তিতে পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বান করা যাইতে পারে। তবে জরুরী প্রয়োজনে চেয়ারম্যান বিশেষ সভার আহ্বান করিতে পারিবেন।
(৪) পরিষদের সাধারণ সভার কার্যসূচী সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ পাঁচ দিন পূর্বে সদস্যদের নিকট প্রেরন করিতে হইবেঃ-

তবে শর্ত থাকে যে, বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বিবরণ (বাজেট ইস্টিমেট) এর কপি সংশ্লিষ্ট সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ চৌদ্দ দিন পূর্বে সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। পরিষদের সভার কোরামঃ

(১) পরিষদের মোট সদস্যের অর্ধেকের উপস্থিতিতে উহার সাধারণ সভার এবং তলবকারীগণসহ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে বিশেষ সভার কোরাম গঠিত হইবেঃ

তবে, শর্ত থাকে যে, সর্বমোট সদস্য সংখ্যাটি যদি বিভাজ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে যে পরবর্তী সংখ্যাটি বিভাজ্য হয় সেই সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) নির্ধারিত সময়ে অথবা নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার পরেও যদি সভার কোরাম না হয় সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ক্ষেত্রে উহা মূলতবী থাকিবে এবং পূর্ববর্তী সভা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে এবং মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোন প্রকার কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) নির্ধারিত সময়ে অথবা নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টার পরেও যদি বিশেষ সভার কোরাম না হয় তাহা হইলে সেই সভা বাতিল হইয়া যাইবে।

৫। সভার সভাপতিঃ

পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

৬। সদস্য খাতাঃ

পরিষদের একটি সদস্য খাতা থাকিবে এবং সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্য উক্ত খাতায় তাহার নাম স্বাক্ষর করিবেন।

৭। কার্যবিবরণী নথিঃ

প্রত্যেক সভার কার্য বিবরণী পরিষদ কর্তৃক রক্ষিত কার্য বিবরণী বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও উহাতে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮। সভার কার্য নিষ্পন্ন পদ্ধতিঃ

(১) পরিষদের সাধারণ সভার কার্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে যথা ঃ-

(ক) বিগত সাধারণ সভার, এবং ইহার পরে কোন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলে উহার কার্য বিবরণী শুদ্ধকরিতে হইবে এবং উহা শুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ থাকিলে সভার সভাপতি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন, কোন ভুল হইলে উহা শুদ্ধ করা হইবে;

(খ) সভার কার্যসূচী দ্বারা বাহ্যিকভাবে আলোচনা করা হইবে এবং উহার উপর সিদ্ধান্ত দেওয়া হইবে।

(২) বিশেষ সভার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র ঐসব বিষয়ে আলোচনা হইবে এবং উহাদের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে যে সব বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

৯। প্রশ্নাবলীঃ

সভার কার্যসূচীর বিষয়াবলী বিবেচিত হওয়ার পরে সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে কোন সদস্য পরিষদের বিষয়াদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন এবং সভার সভাপতি নিজেই অথবা সভাপতির নির্দেশক্রমে অন্য কোন সদস্য উহার উত্তর প্রদান করিতে পারেন।

১০। কথা বলার অধিকারঃ

পরিষদের যে সদস্য সভার উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য প্রথম দাঁড়াইবেন তাহাকেই প্রথম কথা বলার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং যদি যুগপৎ একাধিক সদস্য সভার উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য দাঁড়ান সে ক্ষেত্রে কে প্রথম কথা বলিবেন তাহা সভার সভাপতি নির্ধারণ করিবেন।

১১। মনোযোগ আকর্ষণঃ

(১) কোন সদস্য সভায় কথা বলিতে থাকিলেও অন্য কোন সদস্য কোন জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্ত দেওয়া বা দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয়টি প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত বক্তব্যরত সদস্য তাহার আসনে উপবিষ্ট থাকিবেন।

(২) একই বিষয়ের উপর দুইবার দৃষ্টি আকর্ষণীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। সভা মূলতবীকরণঃ

সভার সভাপতি যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া সভা মূলতবী ঘোষণা করিতে পারেন এবং মূলতবী সভার পরবর্তী তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করিয়া উপস্থিত সদস্যগণকে জানাইয়া দিবেন।

১৩। মূলতবী সভার কার্য পদ্ধতিঃ

মূল সভার অনিষ্পন্ন বিষয়াদি ব্যতীত অন্য কোন কার্য মূলতবী সভায় সম্পাদন করা যাইবে না।

১৪। ভোটে সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

সভার সমস্ত বিষয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে, তবে কোন বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে বিষয়টি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে সভার সভাপতির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫। নিষ্পন্ন বিষয় পুনর্বিবেচনাঃ

সরকার ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে যে বিষয় একবার নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে উহা নিষ্পন্ন হওয়ার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে পুনর্বিবেচনা করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত অধিযাচন পত্রের দ্বারা যে কোন সময়ে উহা পুনর্বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১৬। পরিষদের সাধারণ সীলঃ

পরিষদের সাধারণ সীল চেয়ারম্যানের হেফাজতে থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান লিখিত আদেশ দ্বারা পরিষদের সীল পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তার হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১৭। পরিষদের কাজ পরিদর্শনঃ

পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কাজকর্ম পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য পরিষদ এক বা একাধিক সদস্যকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।

১৮। সরকারের নিকট পরিষদের সিদ্ধান্ত প্রেরণ ঃ

পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৯। কমিটি গঠনঃ

(১) পরিষদ ইহার কাজের সহায়তার জন্য যে কোন সময় অনধিক সাতজন পরিষদ সদস্য সমন্বয়ে যে কোন বিষয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবেঃ

(ক) অর্থ কমিটি,
(খ) পূর্ত কমিটি,
(গ) কৃষি উন্নয়ন কমিটি,
(ঘ) কুটির শিল্প কমিটি,
(ঙ) মহামারী প্রতিরোধ কমিটি,
(চ) নিরক্ষতা দূরীকরণ কমিটি,
(ছ) সমাজকল্যাণ কমিটি।

(২) কোন সদস্য একই সময়ে দুইয়ের অধিক কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন না।

(৩) কমিটিতে বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত কোন বিষয়ে যদি কমিটির কোন সদস্যের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকে তাহা হইলে তিনি ঐ কমিটির সভায়

অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) পরিষদ যদি প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দক্ষতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে, কিন্তু এইরূপ সহ-যোজিত সদস্যের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না, তবে তিনি কমিটির সর্ব বিষয়ে একজন সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সহ-যোজিত সদস্যের সংখ্যা কোন কমিটিতেই দুই জনের অধিক হইবে না।

(৫) কমিটির কার্যকাল পরিষদ কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কমিটির উপর অর্পিত কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে, প্রয়োজনে পরিষদ হইতে কমিটি সময় বর্ধিত করিয়া নিতে পারিবে। কার্যকাল শেষে সংশ্লিষ্ট কমিটি বিলুপ্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কমিটির কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় বিনা অজুহাতে অনুপস্থিত থাকিলে কমিটিতে তাঁহার সদস্য পদ থাকিবে না এবং সেইক্ষেত্রে পরিষদ কমিটির সেই শূন্য সদস্য পদটি পুরণ করিতে পারিবে।

(৭) পরিষদ কর্তৃক কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হইবে।

২০। কমিটির সভাঃ

কমিটির সকল সভায় আহ্বায়ক সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কমিটির অপর সদস্যগণ কর্তৃক তাঁহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২১। কমিটির কার্যাবলীঃ

পরিষদ সময় সময় রিজলিউশনের মাধ্যমে যে কার্য ও দায়িত্ব প্রদান করিবে কমিটি সে কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত রূপ কার্য সম্পাদনে এবং ক্ষমতা ব্যবহারে কমিটি আইনানুগভাবে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবে।

২২। পরিষদের আদেশের সংগে সাদৃশ্য রক্ষাকরণঃ

পরিষদ ইহার কমিটিকে কার্য সম্পাদনের জন্য যে রূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবে কমিটি পরিষদের সেই সকল আদেশ বা নির্দেশের সহিত সাদৃশ্য রক্ষা করিয়া কার্যাদি সম্পাদন করিবে।

২৩। কমিটির রিজলিউশন বই ঃ

প্রত্যেক কমিটির জন্য একটি করিয়া রিজলিউশন বই থাকিবে, যাহাতে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং কমিটির আহ্বায়ক বা, ক্ষেত্রমত সভাপতি উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

২৪। কমিটির রিজলিউশন অনুমোদন ঃ

ভিন্ন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে পরিষদ কর্তৃক কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করা না হইলে, প্রত্যেক কমিটির কার্য বিবরণী পরিষদের অনুমোদন অথবা সংশোধন সাপেক্ষে গৃহীত হইবে।

২৫। কমিটির সভা ঃ

) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কার্য সম্পাদনার্থে কমিটি যে কোন সময় সভায় মিলিত হইতে পারিবে।

(২) কমিটির মোট সদস্যের অর্ধেকের উপস্থিতিতে কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের সমর্থনে কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং যে ক্ষেত্রে প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করা হয় সে ক্ষেত্রে কমিটির সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবে।

২৬। পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন ঃ

) পরিষদ ইহার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পরিষদ অফিসের সংগঠনকে নিম্নরূপ অথবা প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিভাগে বিভক্ত করিতে পারিবেঃ

(ক) ট্যাক্সেশন বিভাগ
(খ) আদায় বিভাগ
(গ) পূর্ত বিভাগ
(ঘ) স্বাস্থ্য বিভাগ
(ঙ) শিক্ষা বিভাগ
(চ) উন্নয়ন বিভাগ
(ছ) সমাজকল্যাণ বিভাগ।

) পরিষদ ইহার সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সকল অথবা যে কোন বিভাগকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক শাখার কাজ নির্ধারণ করিয়া দিবে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার
পরিষদের অনুমোদক্রমে,

(সমীরণ দেওয়ান)
চেয়ারম্যান
স্থানীয় সরকার পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি।

স্মারক নং- ৬-৩/৯৫- (প্রবিধান)- /পাজেপ-৮৬২ তারিখ ২৪/০৯/২০০০খ্রিঃ / ০৯/০৬/১৪০৭বাঃ

প্রেরক ঃ চেয়ারম্যান,
পার্বত্য জেলা পরিষদ,
খাগড়াছড়ি।

প্রাপক ঃ সচিব,
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মাসিক সম্মানীভাতা ও সুযোগ সুবিধা বর্ধিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সংশোধন সম্পর্কিত।

সুত্র ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং পাচবিম (প-১)-সুঃসুঃ/প্রবিধান- ৬১/৯৯-৪৬৪ তারিখ-১০/০৮/২০০০ইং।

সুত্রোক্ত স্মারক মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা ওসুযো-সুবিধা বর্ধিতকরণ সংক্রান্ত পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা সংশোধনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্ররামর্শের প্রেক্ষাপটে এবং পরিষদের চেয়ারম্যান একজন উপ-মন্ত্রীর প্রদানের লক্ষ্যে ইতিপূর্বেকার এতদসংক্রান্ত সকল প্রবিধানমালা বাতিল পূর্বক নতুনভাবে প্রণীত **"খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত সংশোধিত প্রবিধানমালা ২০০০ (২০০০ ইং সনের ৩নং প্রবিধানমালা)"** পরিষদের ২৬/০৯/২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক নিয়মিত অধিবেশনে অনুমোদন করতঃ এতদ সংগে তাঁহার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
২৪/০৯/২০০১
(যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি।

সংযুক্ত ঃ সংশোধিত প্রবিধানমালা ৩ (তিন) পাতা।
স্মারক নং- ৬-৩/৯৫- (প্রবিধান)- /পাজেপ-৮৬২(৬) তারিখ ২৪/০৯/২০০০খ্রিঃ / ০৯/০৬/১৪০৭বাঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ

১। মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলি পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।
৩। মাননীয় মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে তাঁহার একান্ত সচিব

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
২৪/০৯/২০০১
চেয়ারম্যান
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি।